বিএবি'র তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা, ২০২৩

বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি)

মুখবন্ধ

দেশে বিদ্যমান বিভিন্ন পরীক্ষাগার, সনদপ্রদানকারী সংস্থা, পরিদর্শন সংস্থা, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে এ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদানের উদ্দেশ্যে "বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন আইন, ২০০৬" অনুযায়ী বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি) প্রতিষ্ঠিত হয়। বিএবি দেশীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশী পণ্য ও সেবার গুণগত মানের স্বীকৃতি ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধিসহ বাণিজ্যে কারিগরি বাধা দূরীকরণের মাধ্যমে রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বোর্ড কাজ করে যাচ্ছে।

বিএবি এর কার্যক্রমের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিস্বরূপ টেস্টিং এবং ক্যালিব্রেশন ল্যাবরেটরির ক্ষেত্রে Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) ও International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) এর পূর্ণ সদস্যপদ অর্জনসহ ২০১৫ সালে পারস্পরিক স্বীকৃতি ব্যবস্থা (MRA) স্বাক্ষর করেছে। এছাড়া 2018 সালে বিএবি মেডিকেল ল্যাবরেটরি ও পরিদর্শন সংস্থার ক্ষেত্রে APAC/ILAC এর পারস্পরিক স্বীকৃতি ব্যবস্থা (MRA) অর্জন করেছে। MRA অর্জনের ফলে বিএবি'র এ্যাক্রেডিটেড প্রতিষ্ঠানের প্রদত্ত সনদ MRA ভুক্ত সদস্য দেশগুলোর মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা পাচ্ছে।

বিএবি প্রতিবছর উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ৯ জুন বিশ্ব এ্যাক্রেডিটেশন দিবসকে জাতীয় দিবস হিসেবে উদযাপন করে আসছে। দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে আলোচনা সভা, টিভি টক-শো, স্যুভেনির প্রকাশনা, ব্যানার, পোস্টার, ফেস্টুনসহ নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন আইন, ২০০৬ এর ৩৪ (১) ধারা মোতাবেক বোর্ডের কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার লক্ষ্যে প্রতিবছর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশনার বাধ্য বাধকতা রয়েছে। বোর্ড হচ্ছে বিএবি'র নীতি নির্ধারক ফোরাম। সরকার কর্তৃক মনোনীত চেয়ারম্যান বোর্ড সভার সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। মহাপরিচালক বোর্ডের সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। নির্দিষ্ট সময় পরপর বিএবি'র বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে বোর্ড পরিচালিত হয়। বিএবি'র র্কাযক্রম সংশ্লিষ্ট তথ্য সমুহ যথাযথভাবে প্রকাশের মাধ্যমে ভোক্তাদের মধ্যে সচেতনার সৃষ্টি হয় এবং আমাদের সেবা সমুহ গ্রহণে জনসাধারণ আগ্রহী হয়জাতীয় মান অবকাঠামো উন্নয়নে শীর্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিএবি দেশে একটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সাযুজ্য নিরূপণ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

জাতির পিতার সুযোগ্য উত্তরসূরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০৪১ সালের মধ্যে বর্তমান ডিজিটাল বাংলাদেশকে স্মার্ট বাংলাদেশে রূপান্তরে বদ্ধপরিকর। দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিএবি'র কার্যক্রম জনগণের কাছে প্রকাশের মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে 'তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা ২০২৩ অগ্রণী ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

মোঃ মনোয়ারুল ইসলাম
মহাপরিচালক, বিএবি

সূচিপত্র

ভিশন 5

মিশন 5

বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ডের প্রধান প্রধান কার্যাবলীঃ 5

২. সংজ্ঞা: 6

৩. তথ্যের শ্রেণিবিন্যাস: 7

৩.১ স্বপ্রণোদিত তথ্য: 8

৩.২ চাহিবামাত্র প্রদানে বাধ্য তথ্য: 8

৩.৩ কতিপয় তথ্য প্রকাশ বা প্রদান বাধ্যতামূলক নয়: 8

৩.৪ নিয়মিত ব্রিফিং-এ তথ্য অবমুক্তকরণ: 9

৪. তথ্যের ভাষা: 9

৫. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব এবং কর্মপরিধি: 10

৬. আবেদন প্রক্রিয়া: 10

৬.১ তথ্য প্রদানের সময়সীমা: 11

৭. তথ্যের মূল্যতালিকা: 11

৮. তথ্য প্রদানে অপারগতা: 11

৯. আপীল প্রক্রিয়া ও সময়সীমা: 11

১০. শাস্তি: 12

১১. পরিশিষ্ট তালিকা: 12

১২. ফরমের তালিকা: 12

প্রথম অধ্যায়: নীতিমালার সাধারণ বিষয়

যে কর্তৃপক্ষ নীতিমালাটি প্রণয়ন করেছে: বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি)

যে তারিখে নীতিমালাটি পাশ করা হয়: ০১/০৩/২০১৫

শেষ সংশোধনের তারিখ: ২৫ জানুয়ারী ২০২৩

যে নামে নীতিমালা কার্যকর হবে: বিএবি'র তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা, ২০২৩

দ্বিতীয় অধ্যায়: প্রাথমিক বিষয়াদি

১. পটভূমি ও নীতিমালার উদ্দেশ্য

১.১ বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ডের ভিশন ও মিশন:

ভিশন

এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে নির্ভরযোগ্য এ্যাক্রেডিটেশন প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠা।

মিশন

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত এ্যাক্রেডিটেশন সেবা প্রদান এবং আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি বজায় রাখা ।

বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ডের প্রধান প্রধান কার্যাবলীঃ

ক) পরীক্ষাগার, সনদ প্রদানকারী সংস্থা, পরিদর্শন সংস্থা, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে এ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদান, নবায়ন, প্রত্যাখ্যান, স্থগিতকরণ ও বাতিলকরণ;
খ) পরীক্ষাগার, সনদ প্রদানকারী সংস্থা, পরিদর্শন সংস্থা, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে এ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদানে নির্ণায়ক ও শর্তসমূহ নির্ধারণ এবং উক্ত নির্ণায়ক ও শর্তসমুহের মান উন্নয়ন করা;
গ) International Organization for Standardization (ISO), International Electro Technical Commission (IEC) ও অনুরুপ কোন জাতীয়, আঞ্চলিক বা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্ধারিত ও প্রদত্ত দিক নির্দেশনা ও মানে বর্ণিত নির্দেশাবলী অনুযায়ী বোর্ড পরিচালনা এবং এ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদান;
ঘ) এ্যাক্রেডিটেশন কার্যক্রমে জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি নিশ্চিত করা;
ঙ) এ্যাক্রেডিটেশনের ক্ষেত্রে জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রদান করা;
চ) এ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টি ও এ্যাক্রেডিটেশন কর্মকান্ডের উন্নয়ন, প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম ইত্যাদির আয়োজন এবং এ্যাক্রেডিটেশন সংক্রান্ত তথ্যাদির প্রচারের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা;
ছ) আন্তঃরাষ্ট্র, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে পারস্পরিক স্বীকৃতির ভিত্তিতে বহুমাত্রিক স্বীকৃতির ব্যবস্থা করা;
জ) চুক্তিভিত্তিক এ্যাসেসর নিয়োগ করা; এবং
ঝ) উপরে বর্ণিত কার্যাবলীর সাথে প্রাসঙ্গিক বা আনুষঙ্গিক অন্য সকল কর্মকান্ড সম্পাদন

১.২ বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ডের সাথে তথ্য অধিকারের সম্পর্ক:

বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ডের সাথে তথ্য অধিকারের নিবিড় সম্পর্ক ও যোগাযোগ রয়েছে। বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড টেস্টিং ও ক্যালিব্রেশন ল্যাব, মেডিকেল ল্যাব, সার্টিফিকেশন বডি, ইন্সপেকশন বডি, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিকে এ্যাক্রেডিটেশন প্রদানের পাশাপাশি দেশের মান অবকাঠামো উন্নয়নে কাজ করছে। এ ক্ষেত্রে তথ্য প্রাপ্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সাধারণ মানুষ যদি এ্যাক্রেডিটেশনের সঠিক তথ্য পায় তাহলে মান বৃদ্ধিতে তা সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। সরকারি, স্বায়ত্তi শাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারি ও বিদেশী অর্থায়নে সৃষ্ট বা পরিচালিত বেসরকারি সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত সরকার তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ প্রণয়ন করেছে। তাই বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ডের কাছ থেকে বোর্ডের কার্যক্রম এবং অনুসন্ধান ও তদন্ত সম্পর্কিত কতিপয় তথ্য, যা প্রকাশ করলে বোর্ডের উপর অর্পিত মূল দায়িত্ব পালনকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে না, সেগুলো জানার অধিকার জনগণের আছে।

১.৩ তথ্য অবমুক্তকরণ নীতি:

বিএবি'র কাজ হ'ল টেস্টিং এন্ড ক্যালিব্রেশন, মেডিকেল ল্যাব, সার্টিফিকেশন বডি, ইন্সপেকশন বডি, ব্যক্তি ও ট্রেনিং ইন্সটিটিউট সমূহকে এ্যাক্রেডিটেশন প্রদান করা। এ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য জনসমক্ষে প্রকাশ করা জরুরী। এতে করে ভোক্তাগণ তথ্যাবলী জানার মাধ্যমে তাদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে।

২. সংজ্ঞা:

(ক) তথ্য: তথ্য অর্থে বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ডের গঠন, কাঠামো ও দাপ্তরিক কর্মকান্ড সংক্রান্ত যে কোন স্মারক, বই, নকশা, মানচিত্র, চুক্তি, তথ্য-উপাত্ত, লগবই, আদেশ, বিজ্ঞপ্তি, দলিল, নমুনা, পত্র, প্রতিবেদন, হিসাব বিবরণী, প্রকল্প প্রস্তাব, আলোকচিত্র, অডিও, ভিডিও, অংকিতচিত্র, ফিল্ম, ইলেকট্রনিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুতকৃত যে কোন ইনস্ট্রুমেন্ট, যান্ত্রিকভাবে পাঠযোগ্য দলিলাদি এবং ভৌতিক গঠন ও বৈশিষ্ট্য নির্বিশেষে অন্য যে কোন তথ্যবহ বস্তু বা তাদের প্রতিলিপিও এর অন্তর্ভুক্ত হবে;

তবে শর্ত থাকে যে, দাপ্তরিক নোট সিট বা নোট সিটের প্রতিলিপি এর অন্তর্ভুক্ত হবে না।

(খ) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা: তথ্য অবমুক্তকরণ নীতি বাস্তবায়নের জন্য এবং তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী তথ্য সরবরাহের জন্য বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ডের, প্রধান কার্যালয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের পদবী ও ঠিকানা:

ক্রমিক	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও অফিসের নাম	ঠিকানা
১.	মহাপরিচালক বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড	বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড ৯১, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
২.	উপপরিচালক (প্রশাঃ ও অর্থ) বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড	
৩.	সহকারী পরিচালক (ল্যাব ও সাটি:) বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড	

(গ) তথ্য প্রদানকারী ইউনিট: তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার সমন্বয়ে প্রত্যেকটি কার্যালয়ে তথ্য প্রদানকারী ইউনিট গঠিত হবে;

(ঘ) আপীল কর্তৃপক্ষ: চেয়ারম্যান, বিএবি আপীল কর্তৃপক্ষ হবেন;

(ঙ) বোর্ড: বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড;

(চ) আইন: বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড আইন, ২০০৬

(ছ) সদস্য: বোর্ডের কোন সদস্য;

(জ) তথ্য কমিশন: তথ্য অধিকার আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত কমিশন;

(ঝ) বিধিমালা: বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড চাকুরি বিধিমালা, ২০০৮।

(ঞ) এ্যাক্রেডিটেশন: এ্যাক্রেডিটেশন হচ্ছে তৃতীয় পক্ষ দ্বারা সাজুয্য নিরূপণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মান নিশ্চিত করা।

তৃতীয় অধ্যায়: নীতিমালা

৩. তথ্যের শ্রেণিবিন্যাস:

তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী প্রত্যেক নাগরিকের তথ্য পাওয়ার অধিকার আছে এবং জনগণের চাহিদা অনুযায়ী এসব তথ্য সরবরাহ করতে বোর্ড বাধ্য থাকবে। বিএবি'র কাছে যেসব তথ্য রয়েছে তা তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে-

- স্বপ্রণোদিত তথ্য
- চাহিবামাত্র প্রদানে বাধ্য তথ্য
- কতিপয় তথ্য প্রকাশ বা প্রদান বাধ্যতামূলক নয়

৩.১ স্বপ্রণোদিত তথ্য:

এই শ্রেণির আওতাভুক্ত তথ্যগুলো পরিশিষ্ট-১-এ উল্লেখ করা আছে যা তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী স্বপ্রণোদিতভাবে বোর্ডের ওয়েবসাইটে (www.bab.gov.bd) প্রকাশিত থাকবে। যদি চাহিদা অনুযায়ী কোনো তথ্য বোর্ডের ওয়েবসাইটে পাওয়া না যায় তাহলে, তথ্য চাহিদাকারী বোর্ডের প্রধান কার্যালয়ের তথ্য কর্মকর্তা বরাবর (ঠিকানা: বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড, ৯১, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা ১০০০) আবেদন করতে পারবেন।

৩.২ চাহিবামাত্র প্রদানে বাধ্য তথ্য:

এই শ্রেণির আওতাভুক্ত তথ্যগুলো পরিশিষ্ট-২ এ উল্লেখ করা আছে। এ জাতীয় চাহিদাকৃত তথ্য বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ডের অনুমোদন ব্যতিরেকেই দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা চাহিদাকারীকে প্রদান করতে পারবে।

৩.৩ কতিপয় তথ্য প্রকাশ বা প্রদান বাধ্যতামূলক নয়:

কতিপয় তথ্য যা কোন নাগরিককে প্রদান করতে বোর্ড বাধ্য থাকবে না। এ তালিকাটিও বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হবে। বোর্ড এটি অনুমোদন করবেন। এ তালিকাটি বোর্ড কর্তৃক ৬ মাস পর পর পর্যালোচনা করে প্রয়োজনে সংযোজন/বিয়োজন করা হবে।

নিম্নবর্ণিত তথ্যসমূহ বোর্ড কোন নাগরিককে প্রদান করতে বাধ্য থাকবে না, যথা-

(ক) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে বিচারাধীন মামলার সুষ্ঠু বিচার কার্য ব্যাহত হতে পারে এরূপ তথ্য;

(খ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা ক্ষুণŔ হতে পারে এরূপ তথ্য;

(গ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন ব্যক্তির জীবন বা শারীরিক নিরাপত্তা বিপদাপন্ন হতে পারে এরূপ তথ্য;

(ঘ) আদালতে বিচারাধীন কোন বিষয় এবং যা প্রকাশে আদালত বা ট্রাইব্যুনালের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে অথবা যার প্রকাশ আদালত অবমাননার শামিল এরূপ তথ্য;

(ঙ) অনুসন্ধানাধীন বা তদন্তাধীন কোন বিষয় যার প্রকাশ অনুসন্ধান বা তদন্ত কাজে বিঘŔ ঘটাতে পারে এরূপ তথ্য;

(চ) কোন অপরাধের তদন্ত প্রক্রিয়া এবং অপরাধীর গ্রেফতার ও শাস্তিকে প্রভাবিত করতে পারে এরূপ তথ্য;

(ছ) কোন ক্রয় কার্যক্রম সম্পূর্ণ হবার পূর্বে বা উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ক্রয় বা উহার কার্যক্রম সংক্রান্ত কোন তথ্য;

(জ) পররাষ্ট্রনীতির কোন বিষয় যার দ্বারা বিদেশী রাষ্ট্রের অথবা আন্তর্জাতিক কোন সংস্থা বা আঞ্চলিক কোন জোট বা সংগঠনের সাথে বিদ্যমান সম্পর্ক ক্ষুণŔ হতে পারে এরূপ তথ্য;

(ঝ) আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহায়তার জন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক গোপনে প্রদত্ত কোন তথ্য;

(ঞ) আইন অনুসারে কেবল একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা রয়েছে এরূপ তথ্য;

(ত) কর্মকর্তা-কর্মচারীর ব্যক্তিগত নথি, বেতন ভাতাদিসহ অন্যান্য সুবিধাদি, বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা (কার্যক্রম শেষ না হওয়া পর্যন্ত) এসব তথ্য;

(থ) জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিকারহানির কারণ হতে পারে এরূপ তথ্য;

(দ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন বিশেষ ব্যক্তি বা সংস্থা বা এ্যাক্রেডিটেশন প্রার্থী প্রতিষ্ঠানকে লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে এরূপ তথ্য;

৩.৪ নিয়মিত ব্রিফিং-এ তথ্য অবমুক্তকরণ:

প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিএবির সর্বশেষ অগ্রগতি ওয়েবসাইটে নিয়মিতভাবে প্রকাশ করা হয়।

৪. তথ্যের ভাষা:

(ক) ৩ নং সেকশনে যেসব তথ্যের কথা উল্লেখ আছে সেগুলো বোর্ডের কার্যক্ষেত্রে ব্যবহৃত বাংলা ভাষায় পাওয়া যাবে। এটি নির্ভর করবে অফিসিয়াল বা কার্যক্ষেত্রে যে ভাষায় ডকুমেন্টটি তৈরী হয়েছে তার উপর;

(খ) বোর্ডে তথ্যটি যেভাবে প্রকাশ, ছাপা এবং সংরক্ষণ করা হয়েছে সেভাবেই প্রদান করবে;
(গ) বোর্ড তথ্যটিকে এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় অনুবাদ বা রূপান্তর করে দেয়ার দায়িত্ব নেবে না।

৫. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব এবং কর্মপরিধি:

দায়িত্ব ও কর্মপরিধি:

তথ্যের আবেদনপত্র বাছাই, তথ্য চাহিদাকারীর সাথে যোগাযোগ ও তথ্য অবমুক্তকরণ সম্পর্কে প্রতিবেদন তৈরী;
শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি তথ্য চাহিদাকারী হলে তার পাঠের উপযুক্ত করে তথ্য প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এ বিষয়ে দক্ষ ও পারদর্শী বোর্ডের বা অন্য কোন ব্যক্তির সহযোগিতা নিতে পারবেন।

৬. আবেদন প্রক্রিয়া:

তথ্য চাহিদাকারী সাদা কাগজে অথবা তথ্য অধিকার আইন বিধিমালা ফরম 'ক' (সংযুক্ত) ব্যবহার করে তথ্যের জন্য সরাসরি বা ই-মেইলের মাধ্যমে আবেদন করবেন। এই ফরম বিএবি'র অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
আবেদনে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের উল্লেখ থাকতে হবে-

(অ) আবেদনকারীর নাম, ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ফ্যাক্স নম্বর, ই-মেইল ঠিকানা এবং ভোটার আইডি কার্ডের ফটোকপি;
(আ) যে তথ্যের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে তার নির্ভুল এবং স্পষ্ট বর্ণনা;
(ই) অনুরোধকৃত তথ্যের অবস্থান নির্ণয়ের সুবিধার্থে অন্যান্য প্রয়োজনীয় প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলী;
(ঈ) কোন পদ্ধতিতে তথ্য পেতে আগ্রহী তার বর্ণনা অর্থাৎ অনুলিপি নেয়া, নোট নেয়া বা অন্য কোন অনুমোদিত পদ্ধতি;
(উ) আবেদনকারী প্রতিবন্ধী হলে সহায়তাকারীর তথ্য।

৬.১ তথ্য প্রদানের সময়সীমা:

(অ) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অনুরোধ প্রাপ্তির তারিখ হতে অনধিক ২০ (বিশ) কার্য দিবসের মধ্যে অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহ করবেন।

৭. তথ্যের মূল্যতালিকা:

(অ) ছাপানো তথ্যের জন্য যেখানে মূল্য নির্ধারিত রয়েছে সেই প্রতিবেদন বা কপির জন্য উক্ত মূল্য পরিশোধ করতে হবে। উক্ত মূল্য তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯-এর তফসিল 'ঘ' ফরম (সংযুক্ত) অনুযায়ী নির্ধারিত হবে;
(আ) যদি মূল্য লেখা না থাকে তাহলে বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ডে ফটোকপির জন্য যে মূল্য নির্ধারিত আছে সেই মূল্য পরিশোধ করতে হবে অথবা তথ্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ বাস্তবতার নিরীক্ষে মূল্য নির্ধারণ করবেন।

৮. তথ্য প্রদানে অপারগতা:

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কোন কারণে তথ্য প্রদানে অপারগ হলে অপারগতার কারণ উল্লেখ করে আবেদন পাওয়ার ১০ (দশ) কার্য দিবসের মধ্যে তিনি তা অনুরোধকারীকে অবহিত করবেন।
যদি সেকশন ৩.৪ উল্লিখিত 'কতিপয় তথ্য প্রকাশ বা প্রদান বাধ্যতামূলক নয়'-এর আওতায় কোন তথ্য প্রদানের অপারগতার যথাযথ কারণ তথ্য কমিশনকে জানাতে হবে। তারপর তা তথ্য চাহিদাকারীকে ফরম 'খ' (সংযুক্ত)-এর মাধ্যমে জানাতে হবে। অন্যথায় বিনা কারণে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য চাহিদাকারীকে কোন অবস্থাতেই অপারগতা জানাতে পারবেন না।

৯. আপীল প্রক্রিয়া ও সময়সীমা:

কোন ব্যক্তি যদি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে তথ্য না পান কিংবা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কোন সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ হন, তাহলে তিনি উক্ত সময়সীমা অতিক্রম

হওয়ার পর বা সিদ্ধান্ত পাওয়ার পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল করতে পারবেন।

আপীল আবেদনে আপীলের কারণ উল্লেখপূর্বক সাদা কাগজে বা তথ্য অধিকার বিধিমালার ফরম 'গ' (সংযুক্ত) অনুযায়ী আবেদন করা যাবে।

বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ডে সংশ্লিষ্ট আপীল কর্তৃপক্ষ পরবর্তী ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে আপীল নিষ্পত্তি করবেন। তথ্যপ্রাপ্তির আপীলসমূহ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯- এর ধারা ২৪ এবং ২৮ অনুযায়ী নিষ্পন্ন করা হবে। আপীল কর্তৃপক্ষের রায় বোর্ডের চূড়ান্ত রায় বলে বিবেচিত হবে। এ ব্যাপারে সংক্ষুব্ধ হলে তথ্য চাহিদাকরী তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করতে পারবে।

১০. শাস্তি:

যথাযথ কারণ ব্যতীত তথ্য প্রদানে অপারগতা প্রকাশ একটি অনিয়ম বলে বিবেচিত হবে এবং বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরী প্রবিধানমালা, ২০০৯-এর বিধি অনুযায়ী উক্ত তথ্য প্রদানকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১১. পরিশিষ্ট তালিকা:

পরিশিষ্ট-১ স্বপ্রণোদিত তথ্যের তালিকা;
পরিশিষ্ট-২ চাহিবামাত্র প্রদানে বাধ্য তথ্যের তালিকা;
পরিশিষ্ট-৩ যে সমস্ত তথ্য প্রদান করা বাধ্যতামূলক নয়;

১২. ফরমের তালিকা:

(অ) ফরম 'ক' - তথ্য প্রাপ্তির আবেদন পত্র;

(আ) ফরম 'খ' - তথ্য সরবরাহের অপারগতার নোটিশ;

(ই) ফরম 'গ' - আপীল আবেদন;

(ঈ) ফরম 'ঘ' - তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ফি ও তথ্যের মূল্য নির্ধারণ ফি।

পরিশিষ্ট-১ বিএবি’র স্বপ্রণোদিত তথ্যের তালিকা

ক্রমিক নং	তথ্যের বিবরণ	সেবা প্রদানের পদ্ধতি	
বিএবি সম্পর্কে সাধারণ তথ্য			
	ভিশন ও মিশন	ওয়েবসাইট	
	সাংগঠনিক কাঠামো	ওয়েবসাইট	
	সিটিজেন চার্টার	ওয়েবসাইট	
	আন্তর্জাতিক সম্পর্ক	ওয়েবসাইট	
এ্যাক্রেডিটেশন			
	এ্যাক্রেডিটেশন	ওয়েবসাইট	
	এ্যাক্রেডিটেশন প্রক্রিয়া	ওয়েবসাইট	
	এ্যাক্রেডিটেশন ফি শিডিউল	ওয়েবসাইট	
	এ্যাক্রেডিটেশন আবেদন ফি গণনা- টেস্টিং ও ক্যালিব্রেশন ল্যাবরেটরি	ওয়েবসাইট	
	এ্যাক্রেডিটেশন মার্ক	ওয়েবসাইট	
	এ্যাক্রেডিটেশনের জন্য করনীয়	ওয়েবসাইট	
	প্রফিসিয়েন্সি টেস্টিং (পিটি) প্রোভাইডার	ওয়েবসাইট	
	অ্যাসেসর/ কারিগরি বিশেষজ্ঞ নিবন্ধন	ওয়েবসাইট	
এ্যাক্রেডিটেশন স্কীম			
	টেস্টিং এন্ড ক্যালিব্রেশন	ওয়েবসাইট	
	মেডিকাল	ওয়েবসাইট	
	সার্টিফিকেশন বডি	ওয়েবসাইট	
	ইন্সপেকশন বডি	ওয়েবসাইট	
	ট্রেনিং ইন্সটিটিউট	ওয়েবসাইট	
প্রশিক্ষণ			
	প্রশিক্ষণ রেজিস্ট্রেশন	ওয়েবসাইট	
	প্রশিক্ষন মূল্যায়ন ও মতামত	ওয়েবসাইট	
অফিসিয়াল ডিরেক্টরি			
	বোর্ড সদস্যবৃন্দ	ওয়েবসাইট	
	বোর্ডের কর্মকর্তাবৃন্দ	ওয়েবসাইট	
	বোর্ডের কর্মচারীবৃন্দ	ওয়েবসাইট	
প্রকাশনা ও প্রতিবেদন			
	বি এ বি প্রকাশনা	ওয়েবসাইট	

	বার্ষিক প্রতিবেদন	ওয়েবসাইট	
	জাতীয়	ওয়েবসাইট	
	ফটো গ্যালারি	ওয়েবসাইট	
ডাউনলোড			
	এ্যাক্রেডিটেশন সম্পর্কিত ফর্মস ও প্রসিডিউরস	ওয়েবসাইট	
	অন্যান্য	ওয়েবসাইট	
ক্যাব ডাইরেক্টরি			
	টেস্টিং	ওয়েবসাইট	
	ক্যালিব্রেশন	ওয়েবসাইট	
	মেডিকাল ল্যাবরেটরী	ওয়েবসাইট	
	সার্টিফিকেশন	ওয়েবসাইট	
	ইন্সপেকশন	ওয়েবসাইট	
যোগাযোগ			
	যোগাযোগের ঠিকানা	ওয়েবসাইট	
সরকারী বিভিন্ন আদেশ			
	বিদেশ ভ্রমণে সরকারি আদেশ	ওয়েবসাইট	
	অন্যান্য আদেশ	ওয়েবসাইট	
জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল			
	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা	ওয়েবসাইট	
	ফোকাল পয়েন্ট	ওয়েবসাইট	
	প্রতিবেদন	ওয়েবসাইট	
	তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) কর্মকর্তা	ওয়েবসাইট	
সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি			
	সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন্‌স চার্টার)	ওয়েবসাইট	
	সিটিজেন চার্টার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা/পরিবীক্ষণ কমিটি	ওয়েবসাইট	
	যোগাযোগ	ওয়েবসাইট	
	অন্যান্য	ওয়েবসাইট	
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি			
	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিসমূহ	ওয়েবসাইট	
	এপিএ টীম	ওয়েবসাইট	
	প্রতিবেদনসমূহ	ওয়েবসাইট	
	অন্যান্য	ওয়েবসাইট	
অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা			
	GRS ফোকাল পয়েন্ট	ওয়েবসাইট	
	বার্ষিক প্রতিবেদন	ওয়েবসাইট	
	অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি	ওয়েবসাইট	

	মতামত	ওয়েবসাইট	
তথ্য অধিকার			
	তথ্য অধিকার	ওয়েবসাইট	
	তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা	ওয়েবসাইট	
	ফোকাল পয়েন্ট	ওয়েবসাইট	
	আপিল কর্তৃপক্ষ	ওয়েবসাইট	
ইনোভেশন কার্যক্রম			
	উদ্ভাবনের/সহজিকৃত সেবার ডাটাবেজ	ওয়েবসাইট	
	ইনোভেশন টিম	ওয়েবসাইট	
	ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা	ওয়েবসাইট	
	ইনোভেশন টিমের বার্ষিক প্রতিবেদন	ওয়েবসাইট	
	আইসিটি বিষয়ক কমিটি	ওয়েবসাইট	
বিবিধ			
	জিজ্ঞাস্য	ওয়েবসাইট	
	সাইট ম্যাপ	ওয়েবসাইট	
অভ্যন্তরীণ ই-সেবাসমূহ			
	ওয়েব মেইল	ওয়েবসাইট	
গুরুত্বপূর্ণ লিংক			
	রাষ্ট্রপতির কার্যালয়	ওয়েবসাইট	
	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	ওয়েবসাইট	
	শিল্প মন্ত্রণালয়	ওয়েবসাইট	
	জাতীয় পোর্টাল	ওয়েবসাইট	

পরিশিষ্ট-২ চাহিবামাত্র প্রদানে বাধ্য তথ্যের তালিকা

আবেদনের সংখ্যা

এ্যাক্রেডিটেড প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা

আবেদনকৃত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা

এ্যাক্রেডিটেশন সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি

বিএবি'র উল্লেখযোগ্য ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য

বিএবি'র বার্ষিক অডিট আপত্তি ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য

পরিশিষ্ট-৩ যে সমস্ত তথ্য প্রদান করা বাধ্যতামূলক নয়:

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ -এর ৭ ধারায় উল্লেখিত তথ্য

বিএবি সংক্রান্ত মন্ত্রিপরিষদের গোপনীয় সিদ্ধান্ত নির্দেশনা/অনুশাসন

বিএবি সংক্রান্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গোপনীয় সিদ্ধান্ত নির্দেশনা/অনুশাসন

মহামান্য রাষ্ট্রপতি প্রদত্ত গোপনীয় সিদ্ধান্ত/নির্দেশনা/অনুশাসন

কোন মন্ত্রণালয়ের সচিব/মন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত গোপনীয় বিষয় সংক্রান্ত তথ্য

রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা কার্যে নিয়োজিত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিবেদন

সরকারিভাবে গোপনীয় হিসেবে ঘোষিত/স্বীকৃত তথ্য

পরিশিষ্ট-৪ **তথ্য অবমুক্তকরণের ছক:**

আবেদন সংক্রান্ত তথ্য:

ক্রমিক নং	মাসের নাম	আবেদনকারীর নাম ও ঠিকানা	আবেদনের বিষয়	সিদ্ধান্ত		
				তথ্য প্রদানকৃত	স্থগিত	খারিজ

ফরম ‘ক’

তথ্য প্রাপ্তির আবেদনপত্র

১। আবেদনকারীর নাম ঃ ....

পিতার নাম ঃ ....

মাতার নাম ঃ ....

বর্তমান ঠিকানা ঃ ....

স্থায়ী ঠিকানা ঃ ....

ফ্যাক্স, ই-মেইল, টেলিফোন ও মোবাইল ফোন নম্বর (যদি থাকে) ঃ ....

পেশা ঃ ....

২। কি ধরনের তথ্য (প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করুন)ঃ

....

৩। কোন পদ্ধতিতে তথ্য পাইতে আগ্রহী ঃ
(ছাপানো/ফটোকপি/লিখিত/ই-মেইল/ফ্যাক্স/সিডি অথবা অন্য
কোন পদ্ধতি)

৪। তথ্য গ্রহণকারীর নাম ও ঠিকানা ঃ ....

৫। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সহায়তাকারীর নাম ও ঠিকানা ঃ ....

৬। তথ্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নাম ও ঠিকানা ঃ ....

৭। আবেদনের তারিখ ঃ ....

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

ফরম 'খ'
তথ্য সরবরাহে অপারগতার নোটিশ

আবেদনপত্রের সূত্র নম্বরঃ তারিখঃ ....

আবেদনকারীর নামঃ ....
ঠিকানাঃ ....

বিষয়ঃ **তথ্য সরবরাহে অপারগতা সম্পর্কে অবহিতকরণ।**

প্রিয় মহোদয়,

আপনার .... তারিখের আবেদনের ভিত্তিতে প্রার্থিত তথ্য নিম্নোক্ত কারণে সরবরাহ করা সম্ভব হইল না, যথা-

১। ....
....;

২। ....
....;

৩। ....
.... ।

(স্বাক্ষর)
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নামঃ
পদবীঃ
দাপ্তরিক সীল

ফরম ‘গ’

আপীল আবেদন

১। আপীলকারীর নাম ও ঠিকানা (যোগাযোগের সহজ মাধ্যমসহ) ঃ ....

২। আপীলের তারিখ ঃ ....

৩। যে আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হইয়াছে উহার কপি (যদি থাকে) ঃ ....

৪। যাহার আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হইয়াছে তাহার নামসহ আদেশের বিবরণ (যদি থাকে) ঃ ....

৫। আপীলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ ....

৬। আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ হইবার কারণ (সংক্ষিপ্ত বিবরণ) ঃ ....

৭। প্রার্থিত প্রতিকারের যুক্তি/ভিত্তি ঃ ....

৮। আপীলকারী কর্তৃক প্রত্যয়ন ঃ ....

৯। অন্য কোন তথ্য যাহা আপীল কর্তৃপক্ষের সম্মুখে উপস্থাপনের জন্য আপীলকারী ইচ্ছা পোষণ করেন। ঃ ....

____
আপীলকারীর স্বাক্ষর

অনুলিপি

ফরম 'ঘ'

তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ফি এবং তথ্যের মূল্য নির্ধারণ ফি

তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত টেবিলের কলাম (২) এ উল্লিখিত তথ্যের জন্য উহার বিপরীতে কলাম (৩) এ উল্লিখিত হারে ক্ষেত্রমত তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ফি এবং তথ্যের মূল্য পরিশোধযোগ্য হইবে, যথা:-

ক্রমিক নং	তথ্যের বিবরণ	তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ফি/তথ্যের মূল্য
(১)	(২)	(৩)
১।	লিখিত কোন ডকুমেন্টের কপি সরবরাহের জন্য (ম্যাপ, নকশা, ছবি, কম্পিউটার প্রিন্টসহ)	এ-৪ ও এ-৩ মাপের কাগজের ক্ষেত্রে প্রতি পৃষ্ঠা ২ (দুই) টাকা হারে এবং তদূর্ধ্ব মাপের কাগজের ক্ষেত্রে প্রকৃত মূল্য
২।	ডিস্ক, সিডি ইত্যাদিতে তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে	(১) আবেদনকারী কর্তৃক ডিস্ক, সিডি ইত্যাদি সরবরাহের ক্ষেত্রে বিনামূল্যে; (২) তথ্য সরবরাহকারী কর্তৃক ডিস্ক, সিডি ইত্যাদি সরবরাহের ক্ষেত্রে উহার প্রকৃত মূল্য
৩।	কোন আইন বা সরকারি বিধান বা নির্দেশনা অনুযায়ী কাউকে সরবরাহকৃত তথ্যের ক্ষেত্রে	বিনামূল্যে
৪।	মূল্যের বিনিময়ে বিক্রয়যোগ্য প্রকাশনার ক্ষেত্রে	প্রকাশনায় নির্ধারিত মূল্য

কমিশনের আদেশক্রমে